*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 58-64*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8**

# এক দেশ এক নির্বাচন: একটি নির্বাচনী সংস্কার

**বিশ্বাজিৎ কুমার**
*গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়*
**কার্ত্তিক পাল**
*গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়*

***Abstract***

*India is the largest democratic country in the world . Election is a manifestation of the democratic system . It is essential to maintain the democratic system of any country . The soul of india's democratic system is called electoral system . It is necessary to maintain the indian democratic system for election reforms . So that india can become a more democratic state . Presently such an electoral reform in india is thought of as '' one nation , one election this one nation one one election means that the elections of the lok sobha and state assembly elections are held same time .*

***Keywords: Electoral Reforms, why need one Nation one election, one nation one election inconvenience, one nation one election facility***.

**ভূমিকা:** বর্তমানে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে অতপ্রত ভাবে জড়িত । ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। যেখানে বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন এবং শিক্ষার আলো এখনো পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তা সত্তেও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। আর এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূলে রয়েছে স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ও শাসিতের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় । দেশের শাসক হিসাবে কে বা কারা ক্ষমতাসীন হবে তা প্রাথমিক ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমেই ঠিক হয় । আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক মাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই শান্তি পূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তন সম্ভবপর হয়ে থাকে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক দিকে যেমন নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে তেমনি নির্বাচনকে নাগরিকদের চিন্তা চেতনার দর্পণ বলা চলে । প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচন ছাড়া কোনরূপ গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। স্বভাবতই আধুনিক জনবহুল রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং ইচছা প্রকাশের মাধ্যম রূপে একটি অবাধ, এবং সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

**ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংস্কার** : ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর বিশ্বের মানচিত্রে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে আত্ম প্রকাশ করে। নির্বাচন হল আধুনিক গনতন্ত্রের ভিত্তি , এই নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতন্ত্র তার স্বরূপ বজায় রাখতে সক্ষম হয় । এই নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সরকার দেশ ও দেশবাসীকে শাসন করবার অধিকার লাভ করে। M.Pottaviram তাঁর " General Election in India" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন…"it is election that give legitimacy or a valid title to rule to Government in a democracy". জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়। আবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগন সরাসরি শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেনা । তার পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাঁরা

প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমেই আইন প্রনয়নের মাধমেই পরোক্ষভাবে তাঁরা দেশের শাসন পক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে (Part XV) ৩২৪ থেকে ৩২৯ ধারার মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্ব বৃহৎ গনতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করে। এই মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা। ভারত তাঁর নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সংস্কার মূলক নীতি গ্রহণ করেছে ও করে চলেছে যা নির্বাচনী সংস্কার নামে পরিচিত। ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার কতগুলি ফাঁক ( lacuna) নির্বাচনী সংস্কারের বিষয়টি ত্বরান্বিত করেছে। যেমন নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক প্রশাসনিক ক্ষমতার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার, নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অর্থবলের প্রভাব জাতপাত ও ধর্মের প্রভাব প্রভৃতি। এই সকল কারন গুলির কারনে প্রায়শই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী সংস্কারের দাবী উথাপিত হয়েছে । আজ পর্যন্ত যে সকল কমিটি ও কমিশন যে সব নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হোল –

১) নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির উচিত প্রধানমন্ত্রী , বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ মেনে চলা ।
২) নির্বাচন কমিশনকে তিন সদস্যবিশিষ্ট করতে হবে ।
৩) ভোটারদের বয়স ২১ থেকে ১৮ বছরে নামিয়ে আনতে হবে ।
৪) দূরদর্শন ও বেতারকে স্বশাসিত পর্ষদে পরিণত করতে হবে ।
৫) বিচার বিভাগের মতো নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করতে হবে ।
৬) জাল ভোট রুখতে সচিত্র পরিচয়পত্র দানের সুপারিশ ।
৭) মডেল আচরণবিধির ব্যপক প্রয়োগ এবং সরকারি মেশিনারি ও গনমাধ্যমের অপব্যবহার রোধ করা করা এবং আর্থিক আনুদান মঞ্জুর বা কোনো প্রকল্পের শিলান্যাস বন্ধ করা ইত্যাদি।
৪ ) ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ই.ভি.এম) এর ব্যবহার ।
৯) ভোটারদের সচেতনতা , ভোটারদের সচেতনতা কর্মসূচি এবং ভোটারদের সচেতনতা দিবস পালন করা ।
১০) নির্বাচনের সময় বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা (মদ বিক্রি , কর্মচারীদের ছুটির দিন) জারি করা ।
১১) ভারতের নির্বাচনী সংস্কারের এক নতুন বিষয় হোল "নোটা"র (NOTA) প্রবর্তন ।
১২) ভোটার কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিঙ্ক করানো এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে voter- verified paper audit trail (VVPAT) এর ব্যাবহার । এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নীতিটি নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী সংস্কারের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।

**এক দেশ এক নির্বাচন কি ?**

এক দেশ এক নির্বাচন কথাটির সহজ অর্থ হল সমগ্র ভারতের জন্য একটি মাত্র নির্বাচন। অর্থাৎ লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচন সময় হবে এক । যা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'এক দেশ এক নির্বাচন ' (ONE NATION , ONE ELECTION) এই নীতির প্রধান উদ্যোক্তা হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী । এই নীতির সাথে একমত পোষণ করেছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ এবং পূর্বতন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখাজী। এক দেশ,এক নির্বাচনের ধারণাটি নতুন হলেও এই ধারণার মূল নিহিত রয়েছে পূর্বের ১৯৫২,১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ ঘটে যাওয়া নির্বাচন গুলিতে । তবে দেশে এই নীতির প্রথম দাবিদার যে তিনি এমনটা নয়, এর আগেও অনেক বার এই দাবি উঠেছে যেমন- প্রথমবার, ১৯৮৩ সালে নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাব রেখে বলে, দেশে এক সঙ্গে লোকসভা ও বিধান সভার নির্বাচন করা হোক কিন্ত সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আমল দেয়নি এই বিষয়ে। দ্বিতীয়বার, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠনের পরে আবার আলোচনায় আসে বিষয়টি এবং ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থার প্রস্তাব করার পরে নীতি আয়োগ উদ্দ্যাগী হয় । ২০১৭ সালে নীতি আয়োগ জানায় কিভাবে কার্যকর হবে । তবে ২০১৮ সালে 'ল' কমিশন জানায় এটা করতে হলে সংবিধানের কমপক্ষে পাঁচটি ধারার সংশোধন প্রয়োজন । তাই পরে বিষয়টি নিয়ে কোন অগ্রগতি দেখা যাইনি । *তৃতীয় বারের ক্ষেত্রে*, বিরোধী দলগুলির বক্তব্য হল ভারতে এক দেশ এক নির্বাচন করা সম্ভব নয়। কারন কোন সরকার পূর্ণ সময় ক্ষমতায় থাকতে না পারলে গোটা ব্যবস্থাটায় ভেঙ্গে পরবে । চতুর্থবারের ক্ষেত্রে , লোকসভা ও বিধান সভার ভোট হয় আলাদা আলাদা ইসুতে ফলে একসঙ্গে ভোট হলে ভোটারদের রায় যথাযথ হবে না। পঞ্চমত, 'ল' কমিশনের রিপোর্টে দাবি

করেছিল, এক দেশ এক নির্বাচন চালু করতে পারলে ভোট বেশি পড়বে এবং ভোটাররা বেশি করে নির্বাচনে সামিল হতে চাইবেন। তবে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্বে রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের রাজনীতি তথা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুদৃহ করতে নির্বাচনী সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রার্থীদের পছন্দ নিয়ে নাগরিকদের অসন্তোষ রয়েছে সেই কারনে নির্বাচনে অনেক দল থাকা সত্তেও NOTA তে ভোট দিয়ে থাকেন । নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থা কে সুষ্ঠ ভাবে কার্যকর করার জন্য ক্রমাগত পদক্ষেপ নিয়েই চলেছে ।

- আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিভিন্ন লোকসভার সময়সীমা

| Lok Sabha | Last date of Poll | Date of Constitution of Lok Sabha | Date Of First Sitting | Date Of Expiration Of term (Article 83(2) of constitution) | Date Of Dissolution Of Lok Sabha | Overall Term Approx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First | 21 Feb 52 | 2 April 52 | 13 May 52 | 12 May 57 | 4-April 57 | 5 years |
| Second | 15 March 57 | 5 April 57 | 10 May 57 | 9 May 62 | 31 March 62 | 5 years |
| Third | 25 Feb 62 | 2 April 62 | 16 April 62 | 15 April 67 | 3 March 67 | 5 years |
| Fourth | 21 Feb 67 | 4 March 67 | 16 March 67 | 15 March 72 | 27 Dec 70 | 3 years & 10 months |
| Fifth | 10 March 71 | 15 March 71 | 19 March 71 | 18 March 77 | 18 Jan 77 | 5 years & 10 months |
| Sixth | 20 March 77 | 23 March 77 | 25 March 77 | 24 March 82 | 22 Aug 79 | 2 years & 5 months |
| Seventh | 6 Jan 80 | 10 Jan 80 | 21 Jan 80 | 20 Jan 85 | 31 Dec 84 | 5 years |
| Eighth | 28 Dec 84 | 31 Dec 84 | 15 Jan 85 | 14 Jan 90 | 27 Nov 89 | 5 years |
| Ninth | 26 Nov 89 | 2 Dec 89 | 18 Dec 89 | 17 Dec 94 | 13 March 91 | 1 years & 3 months |
| Tenth | 15 Jun 91 | 20 Jun 91 | 9 July 91 | 8 July 96 | 10 May 96 | 5 years |
| Eleventh | 7 May 96 | 15 May 96 | 22 May 96 | 21 May 01 | 4 Dec 97 | 1 years & 6 months |
| Twelfth | 7 March 98 | 10 March 98 | 23 March 98 | 22 March 03 | 26 April 99 | 1 years & 1 Months |
| Thirteen | 4 Oct 99 | 10 Oct 99 | 20 Oct 99 | 19 Oct 04 | 06 Feb 04 | 4 years & 4 months |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourteenth | 10 May 04 | 17 May 04 | 2 Jun 04 | 1 Jun 09 | 18 May 09 | 5 years |
| Fifteenth | 13 May 09 | 18 May 09 | 1 Jun 09 | 31 May 14 | 18 May 14 | 5 years |
| Sixteenth | 12 May 14 | 18 May 14 | 4 Jun 14 | 3 Jun 19 | NA | NA |

*Source: Table – I, Page 2, Report of the Parliamentary Standing committee on Personnel, Public grievances, Law and justice - 79th report (Dec 2015)*

**এক দেশ এক নির্বাচন কেন প্রয়োজন ?**

স্বাধীন ভারতে সর্ব প্রথম সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১-১৯৫২ সালে । এই নির্বাচন কেবল লোকসভার জন্য ছিলনা, সবকটি রাজ্যের বিধানসভাতেও ভোট হয়েছিল । ভোট শেষে হিসাব কষে দেখা যাই রাজকোষ থেকে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার মত । ২০১৪ সালের ষোড়শ লোকসভার জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় , এবং তার সাথে সাথে আরও ৪ রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন দেখল খরচ হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৮৭০ কোটি টাকারও বেশি । এর পরে আরও ২৫ টি রাজ্য এবং ২ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধান সভার নির্বাচন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে । তার খরচ আলাদা , তাছাড়া নির্বাচন সুস্থ ভাবে সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থা তথা বাহিনীর খরচ আলাদা । নির্বাচনের সময় বার বার নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হওয়ায় প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফলে উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম থেমে যায় । অর্থ,সময়, এবং প্রশাসনিক সক্ষমতার এই অপচয় রুখতে এবং দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া কে সরল করতে ভারত সরকারের প্রস্তাব হোলো – 'এক দেশ, এক নির্বাচন'। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচন এবং ২৯ টি রাজ্য তথা ২ টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের বিধান সভা নির্বাচন এক সঙ্গে করার প্রস্তাব ।

পূর্বে ঘটে যাওয়া ভারত সরকারের কোন লোকসভা নির্বাচনে কত টাকা খরচ হয়েছে তার একটা আনুমানিক হিসাব .....

১৯৫২। ১০.৫
১৯৫৭।৫.৯ খরচের হিসাব কোটিতে
১৯৬২। ৭.৩
১৯৬৭। ১০.৮
১৯৭১ । ১১.৬
১৯৭৭ ২৩.০
১৯৮০ ৫৪.৮
১৯৮৪-৮৫ ৮১.৫
১৯৮৯ ১৫৪.২
১৯৯১-৯২ ৩৫৯.১
১৯৯৬ ৫৯৭.৩
১৯৯৮ ৬৬৬.২
১৯৯৯ ৯৪৭.৭
২০০৪ ১,০১৬.১
২০০৯ ১,১১৪.৪
২০১৪ ৩,৮৭০.৩

উৎসঃ ভারতীয় নির্বাচন কমিশন

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বছর খানেক আগে এই "এক দেশ এক নির্বাচন" নিয়ে সক্রিয় হয়েছেন । প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আইন কমিশন ও সক্রিয় হয়েছে । গোটা দেশে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন এক

সঙ্গে করানোর যে প্রস্তাব, তার বিভিন্ন দিক কমিশন ব্যাখ্যা করেছে । এই নীতি রূপায়নের জন্য আইনের তথা সংবিধানের কী কী ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধন আনা দরকার, সে বিষয়ে আইন কমিশন ও কিছু সুপারিস পেশ করেছে । সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে এই নীতি রূপায়ণন খুব সহজ ও সরল কোন প্রক্রিয়া নয় । তবে এই প্রক্রিয়াকে রূপায়ণের পূর্বে একটা প্রশ্ন উঠে আসে , দেশের প্রথম নির্বাচন অর্থাৎ ১৯৫২ সালের নির্বাচনে যদি সব রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে হয়ে থাকে তাহলে এখন আর তা হয় না কেন ?

পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কিন্তু নির্বাচন গুলো এক সঙ্গেই হত। কিন্তু তার পরে বেশ কিছু রাজ্য সরকার মাঝ পথেই ভেঙ্গে দেওয়া হয় । ফলে সেই সব রাজ্যের নির্বাচনের সময় বদলে যায় । এর পর ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে সর্ব প্রথম অকংগ্রেসি সরকার আসে ,এই সরকারও তার মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেনি । তাই দেশে প্রথম বার ১৯৮০ সালে দেশ অকাল নির্বাচনের সম্মুখীন হয়। এই রকম ঘটনা দেশে কেবল একবার ঘোটেনি আরও কয়েক বার ঘটেছে । ফলে এখন লোকসভা নির্বাচন একসময় এবং বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচন একসময় হয়ে থাকে । এছাড়াও যুক্ত রয়েছে পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন । তাই নির্বাচন প্রক্রিয়াটা এখন আর পাঁচ বছর নয় , প্রায় প্রতি বছরই দেশের প্রতিটা প্রান্তে কোন না কোন নির্বাচন লেগেই থাকে । এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ' একদেশ দেশ, এক নির্বাচন ' নীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার ।

এক দেশ এক নির্বাচন, এই নীতি লাগু করতে হলে সংবিধানের অনেক গুলো ধারা কে সংশোধন করা জরুরী । ধারা গুলি হল ৮৩ , ৮৫, ১৭২, ১৭৪, ৩৫৬ নং ধারা। এছাড়া ১৯৫১ সালের জনপ্রতনিধিত্ব আইনের ও কিছু সংশোধন প্রয়োজন । এই ধারা গুলো একটু ভাল ভাবে জানা দরকার ,৮৩ নং ধারায় সংসদের দুই কক্ষের মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, ৮৫ নং ধারায় লোকসভা ভেঙে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে, ১৭২ নং ধরায় বিধানসভা গুলির মেয়াদের কথা বলা হয়েছে, ১৭৪ নং ধারায় বিধানসভা গুলি ভেঙে নিয়ম রয়েছে, ৩৫৬ নং ধারায় রাষ্ট্রপ্রতির শাসন জারি করার বিধান রয়েছে ।

এখন প্রশ্ন হল কেন এই সব সংশোধন জরুরি ? কারণ এই সব সংশোধন না হলে স্থায়ী ভাবে দেশে এক দেশ এক নির্বাচন করানো সম্ভব হবে না। ২০২৪ সালে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । সেই বছরেই 'এক দেশ এক নির্বাচন ' নীতি রূপয়ণের লক্ষ নিয়ে যদি এগোতে হয়, তা হলে বেশ কিছু রাজ্যে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই তা ভেঙে দিয়ে নির্বাচনে যেতে হবে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বা অসমে বিধানসভার নির্বাচন হবে ২০২১ সালে । গুজরাটে বা উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন হবে ২০২২ সালে। সেই দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ বা অসমে পরবর্তী বিধান সভার মেয়াদ থাকবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আর উত্তরপ্রদেশে বা গুজরাটের ক্ষত্রে তা হবে ২০২৭। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই এই সব রাজ্যের বিধানসভা ভোট ও সেরে ফেলতে হলে , মেয়াদ ফুরনোর ৩ বছর বা ২ বছর আগেই সরকার তথা বিধান সভা ভেঙে দিতে হবে । কিন্তু একবার গোটা দেশে নির্বাচন করিয়ে দিলেই যে পরবর্তী ৫ বছর কেন্দ্রে এবং সব কটি রাজ্যে স্থিতি শীল ভাবে সরকার চলবে , কোথাও কোন সরকার যে মাঝ পথে পড়ে যাবে না , কোথাও যে ৩৫৬ নং ধারার প্রয়োজন হবেনা , এমনটা জোর দিয়ে বলার ক্ষমতা এই সুবিশাল গণতন্ত্রে কারও নেই । তাই মাঝ পথে কোথাও কোন সরকার ভাঙলেই আবার আলাদা আলাদা সময়ে নির্বাচনের পরম্পরা ফিরে আসবে । সেই কারণেই সরকার কে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে , অকাল নির্বাচন কোথাও হবে না ।

**এক দেশ, এক নির্বাচনের অসুবিধা :** বিরোধী দল গুলির বক্তব্য হল এই নীতি যদি লাগু হয় তাহলে জাতীয় দল গুলি অনেক বেশি লাভবান হবে এবং আঞ্চলিক দল গুলি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে পড়বে ;

এক দেশ এক নির্বাচন হলে কেন্দ্র শক্তিশালী হবে এবং রাজ্য গুলি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়বে । যার ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে পারে ;

এমনিতেই দেশের নাগরিক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অভিযোগ করেন যে নির্বাচন হয়ে গেলে তাদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দেখতে পাওয়া যায় না সুতরাং এক সঙ্গে নির্বাচন না করে বিভিন্ন সময় নির্বাচন হলে কখনও লোকসভা কখনও বিধানসভার ভোটের প্রচারের জন্য হলেও জনপ্রতিনিধিদের আবার এলাকাই আসতে হবে তার মধ্যে দিয়েই তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে দায়ী থাকবেন ।

এক সাথে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হয় অনেক বেশি নিরাপত্তা, নির্বাচন করানোর জন্য অত্যাধুনিক ইভিএম মেশিন , ভিপিপেট, এবং যথেষ্ট পরিমানে কর্মী । ফলে একসাথে নির্বাচন হলে এত সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মীকে যদি দেশের আভ্যন্তরীণ

বিষয়ে আটকে রাখা হয় তাহলে ভারতকে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে শত্রু রাষ্ট্র গুলি। তাছাড়া এক সঙ্গে নির্বাচন করতে হলে সেই পরিমান অত্যধুনিক ইভিএম প্রয়োজন এবং এই সব মেশিন গুলিকে চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমানে ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীর ও প্রয়োজন।

লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হয়ে থাকে আলাদা আলাদা ইস্যু কে কেন্দ্র করে, যদি এক সাথে নির্বাচন হয় তাহলে রাজ্য ভিত্তিক ইস্যু গুলি চাপা পড়বে এবং একি রকম সরকার গঠনের সম্ভাবনা থাকবে ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো খুন্ন হবে। ফলে একদিকে যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভেঙে পড়বে ঠিক তেমনি অঞ্চল ভিত্তিক যে সকল সমস্যা থাকবে তা এই নীতির ফলে চাপা পড়ে যাবে , এবং সর্বোপরি ভারতের যে বৈচিত্র্যময় ঐক্য তা আসতে আসতে বিলীন হয়ে যাবে।

এই নীতি লাগু হলে চ্যাক অ্যান্ড ব্যালেন্স এর ভারসাম্য নষ্ট হবে । একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলি বিপরীত থাকে তখন , একে অপরের কাজ পরীক্ষা করে এবং মূল্যায়ন করে । ফলে দেশ সঠিক নীতি নিয়ে চলতে পারে । এই নীতি লাগু হলে তার মূল্যায়ন সঠিক ভাবে হবে কি না একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

**এক দেশ, এক নির্বাচনের সুবিধা** :

সর্বপ্রথম এই নীতি যদি কার্যকর করা সম্ভব হয় তাহলে দেশে প্রতি বছর কোন না কোন রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে যে বিপুল পরিমান অর্থের খরচ হয় তা অনেকটা বাঁচানো সম্ভব হবে এবং সেই অর্থ দেশের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে;

দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কোথাও না কোথাও নির্বাচন লেগেই থাকে ফলে নির্বাচন সঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের এই কাজে নিয়োগ করা হয়। যার কারনে তারা দেশের উন্নয়ন মূলক কাজে বেশি সময় দিতে পারে না । এই নীতি কার্যকর হলে তারা একটা সময় কেবলমাত্র নির্বাচনের জন্য ব্যস্ত থাকবেন। নির্বাচন হয়ে গেলে তারা আবার দেশ কে এগিয়ে নিয়ে যওয়ার কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন ;

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কিছু দিন আগে থেকেই আভিন্ন নির্বাচনী বিধি লাগু করে দেওয়া হয় ফলে সেই সময় আর অন্য কোন কাজ করা যায় না যার ফলে অন্যান্য কাজ গুলো করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভারতবর্ষ হল নানা জাতি নানা ধর্ম নানা ভাষাভাষীর দেশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ,স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসূত্রে তাদের দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয় এবং বিদেশেও পাড়ি দিয়ে হয় ফলে তারা প্রতিবছর যদি নির্বাচন হয় তাহলে তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সব সময় প্রয়োগ করতে পারে না। সারা দেশে যদি একবার নির্বাচন হয় তাহলে ভোটারদের ভোট দেবার প্রবনতা বাড়বে, যা ভারতের সংসদীয় গনতন্ত্রের ভিতকে সুদৃহ করবে;

ছোট ছোট আঞ্চলিক ইস্যু কে নিয়ে যে ভাবে আঞ্চলিক দল গুলি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চেলেঞ্জ করে আসছে এবং নিজ স্বার্থে তারা অঞ্চল ভিত্তিক যেসকল বিছিন্নতাবাদি সংগঠনের উদ্ভব ঘটছে তা অনেটা কমবে এবং এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে ;

নির্বাচনে পুনরায় জয় লাভের আশায় জনপ্রতিনিধিরা অনেক আগে থেকেই ভোট প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পরেন ফলে তিনি দল দাসে পরিণত হয়ে পড়েন ফলে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়।

**উপসংহার** : বর্তমানে আমাদের দেশে ONE NATION , ONE ELECTION এর ধারনা কে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ৫ বছরের মধ্যে দেশে লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন একসাথে করার কথা বলা হয়েছে । এই ধারনাটি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে কতটা আঘাত আনতে পারে তা বিবেচনার বিষয় । অন্য ভাবে বলা যেতে পারে এই ধারনা বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের নির্বাচনী সংস্কার রূপে ভাবা হচ্ছে । তবে আমাদের দেশের জটিল এবং বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক প্রকৃতির ফলে একযোগে নির্বাচন গ্রহণের ব্যবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতের সংবিধান ভারতকে রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন (union of state) বলে অবিহিত করে এবং যুক্ত রাজ্যের ধারণা অনুসারে তিনটি তালিকায় ক্ষমতা কে বণ্টন করা হয়েছে । এই তিনটি তালিকা হল- কেন্দ্র তালিকা, রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা । কেন্দ্র তালিকায় আইন প্রণয়নের অধিকারী কেন্দ্র, রাজ্য তালিকায় আইন প্রণয়নের অধিকারী রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকায় আইন প্রণয়নের অধিকারী কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই । লোকসভা ও রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচন কেন্দ্র তালিকা ভুক্ত তাই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন করিয়ে থাকেন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন যথাক্রমে সংবিধানের ৩২৪ নং এবং ২৪৩ কে নং ধারায় রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার নির্বাচনের জন্য দায়ী । লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন যথাক্রমে ৮৩(২) এবং ১৭০(১) নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

পরিশেষে বলা যায় যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের সরকার গঠিত হয় জনগনের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে। সেক্ষেত্রে সরকারের দ্বারা গৃহীত যে কোনো সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দেশের সমস্ত নাগরিকদের সমর্থন। "এক দেশ , এক নির্বাচন " এই ধারণাটিকে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সূর্যরশ্মির ন্যায় যাতে করে ভবিষ্যৎ ভারত ঝলমলিয়ে উঠে এবং একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সুফল ও সফলতা সমগ্র দেশের জনসাধারন ভোগ করতে পারে। নির্বাচনের মধ্যে সংস্কার পদার্পণ করলে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের কালিমা মুছে সমগ্র দেশের সংস্কার সাধন ঘটবে। এমনকি জনসাধারন যে সকল যন্ত্রণার ভুক্তভোগী সেই সকল যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবে। সংস্কারের ছোঁয়ায় নির্মল ,স্বচ্ছ ,পরিকাঠামোযুক্ত , দুর্নীতিহীন , কর্মঠ,গতিশীল ও সুন্দর নবভারতবর্ষের জন্ম হবে। যেখানে গণতন্ত্র ,সমাজতন্ত্র ,সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতি,ধর্ম নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতি ইত্যাদি নীতিসমূহ যথার্থ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাসমূহের সংখ্যা কমে আসবে। জনগন যদি এই ধারনা সাগ্রহে গ্রহন করতে পারে তাহলে সরকার ও জনগনের মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন সুদৃঢ় হবে তেমনই দেশের অগ্রগতি ও সুনিশ্চিত হবে।

**সূত্রনির্দেশ:**

১. One nation, one election in India –Jitendra Sahoo (scholarly research journal for interdisiplinary Studies).

২."Electoral Reforms in India – Issues and Challenges " – Dr Bimal Prasad Singh (international journal of humanities and social science invention).

৩. One Nation, One Election: Merits and Demerits – Hemant Singh (jagran josh-jun20.2019).

৪. The Hindu Explains: One Nation, One Election- R Keerthana (June19, 2019- the Hindu).

৫. Analysis of Simultaneous Elections: the "What", "Why" and "How" a discussion paper – Bibek Debroy and Kishore Desai.

৬. *insightsonindia.com/2019/06/17/one-nation-one-election.*

৭. ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি - অনাদিকুমার মহাপাত্র।

৮. এক দেশ , এক নির্বাচনঃ কি করতে চাইছে মোদী সরকার ? (১৯ জুন ২০০১৯) আনন্দবাজার পত্রিকা , নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা।

৯. এক দেশ, এক ভোট , মোদীর সওয়ালকে মসৃণ করল কমিশন, (October 6, 2017) kolkata24x7 online desk . নিজস্ব প্রতিনিধ, নয়া দিল্লি।

১০. এক দেশ, এক নির্বাচনঃ সরকারের মতলব সুবিধার না (জুন ২২, ২০১৯) সুমন সেনগুপ্ত , প্ল্যাটফর্ম ইন্টারনেটের নতুন কাগজ।

১১. ঠিক কি কি কারনে এর আগেও এক দেশ এক নির্বাচন' পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি? (জুন ২০, ২০১৯) Times বাংলা।